সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

তাকওয়াই সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড

(Bangla)

2-February-2017

তাকওয়াই সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব **"তিরমিযী শরীফে"** বর্ণিত রয়েছে: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে: "اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে।" (তিরমিযী, কিতাবুল বিতির, ২/২৭, হাদীস নং-৪৮৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: "কিয়ামতে সবচেয়ে আরাম আয়েশে সেই হবে, যে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। এথেকে জানা গেলো, দরূদ শরীফ সর্বোত্তম নেকী, কেননা সকল নেকী দ্বারা জান্নাত পাওয়া যায় এবং এর (দরূদ শরীফ) দ্বারা **জান্নাতের দুলহা, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাওয়া যায়।" (মীরাতুল মানাজিহ, ২/১০০)

গন্দে নিকম্মে কমি মেহেঙ্গে হো কোড়ি কে তিন, কৌন হামেঁ পা'লতা তুম পে করোড়ো দুরূদ।
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হলুদ চেহারা সম্পন্ন মুচি

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত খুবই প্রিয় একটি কিতাব, যাতে বুযুর্গদের অনেক চিত্তকর্ষক ঘটনা রয়েছে, এই কিতাবের নাম হচ্ছে **"উয়ূনুল হিকায়াত"**। এই কিতাবের একটি মনোমুগ্ধকর ঘটনা শ্রবণ করুন এবং ঈমানকে সতেজ করুন!

হযরত সায়্যিদুনা খুলদ বিন আইয়ূব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "বনী ইসরাঈলের এক আবিদ ব্যক্তি কোন এক পাহাড়ের চূড়ায় ষাট বৎসর যাবৎ **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত করতে থাকেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কেউ তাঁকে বলছেন:

www.dawateislami.net

"অমুক মুচি তোমার চেয়ে অধিক ইবাদতপরায়ণ। সে তোমার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"

যখন সে আবিদ ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তখন স্বপ্নটি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অতঃপর মনে মনে বললেন: "এ তো কেবল স্বপ্নই। এর এত গুরুত্ব কী?" সুতরাং তিনি স্বপ্নটিকে গুরুত্বই দিলেন না। কিছুদিন পর তাঁকে আবারো স্বপ্নে বলা হলো: "অমুক মুচি তোমার চেয়ে উত্তম।" এবারেও তিনি স্বপ্নটিকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। তৃতীয় বার আবারো স্বপ্নে তাঁকে একই কথা বলা হলো। একের পর এক বারবার যখন তাঁকে মুচিটির ফযীলতের (মর্যাদার) কথা ব্যক্ত করা হলো, তখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে এসে মুচিটির নিকট গেলেন। মুচিটি তাঁকে দেখার সাথে সাথেই কাজ বাদ দিয়ে তাঁকে সম্মান করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বড়ই ভক্তি সহকারে তাঁর হাত চুম্বন করলেন। তারপর বললেন: "**হুযুর**! কী ব্যাপার? ইবাদতখানা ছেড়ে আপনি এখানে কেন?" আবিদ ব্যক্তিটি বললেন: "আপনার কারণেই আমি এখানে এলাম। আমাকে বলা হয়েছে যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আপনার মর্যাদা আমার চাইতে অধিক। সে জন্যই আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। আমাকে বলুন, কোন আমলটির কারণে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আপনার উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে?" মুচিটি নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিল তিনি নিজের আমলের ব্যাপারে বলতে চাচ্ছেন না। তারপর বললেন: "আমার তো তেমন বিশেষ কোন আমল নাই। তবে আমি দিনভর হালাল রিযিক উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকি। হারাম সম্পদ পরিহার করে চলি। আর সারা দিনে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে যেটুকু রিযিক দান করেন, তা থেকে অর্ধেক আমি **তাঁরই** রাস্তায় ব্যয় করি। বাকি অর্ধেক আমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করি আর আমি অধিকহারে রোযা রাখি। এগুলো ছাড়া আমার মাঝে এমন কোন বিশেষ আমল নাই যা ফযীলতের দাবী রাখতে পারে।"

এসব শুনার পর আবিদ ব্যক্তিটি মুচির নিকট থেকে বিদায় নিলেন। তিনি পুনরায় ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর আবারো তাঁকে স্বপ্নে বলা হলো: "ঐ মুচিটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, কিসের ভয়ে আপনার চেহারা হলদে বর্ণ ধারণ করেছে?" অতএব, আবিদ ব্যক্তিটি পুনরায় মুচির নিকট এলেন।

www.dawateislami.net

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনার চেহারা হলদে বর্ণ হবার কারণ কী? আমাকে বলুন, আপনি কিসের ভয়ে এরূপ হয়েছেন?" মুচি উত্তর দিলেন: "আমি যখনই কোন মানুষ দেখি তখনই আমার মনে হয় এ ব্যক্তি আমার চেয়ে উত্তম। তিনি জান্নাতী আর আমি জাহান্নামের যোগ্য। আমি নিজেকে সবার চেয়ে তুচ্ছ ও হীন বলে মনে করি। আমি নিজেকে সবার চাইতে গুনাহগার বলে মনে করি। আমি সদা-সর্বদা জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকি। কেবল সেই কারণেই আমার চেহারা হলদে বর্ণ ধারণ করেছে।" আবিদ ব্যক্তিটি পুনরায় তাঁর ইবাদতখানায় চলে গেলেন।

হযরত সায়্যিদুনা খুলদ বিন আইয়ূব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "মুচিটিকে ঐ আবিদ ব্যক্তির উপর এই কারণেই ফযীলত দান করা হয়েছে। কেননা, তিনি অন্যের তুলনায় নিজেকে তুচ্ছ ও হীন মনে করতেন এবং নিজেকে ছাড়া সবাইকে তিনি জান্নাতী বলে মনে করতেন।" (উয়ূনুল হিকায়াত, ১০৩ পৃষ্ঠা)

ফখর ও গুরুর সে তু মওলা মুঝে বাচানা, ইয়া রব! মুঝে বানা দেয় পেয়কর তু আজেযী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন দো আপনারা, যে সৌভাগ্যবান মুসলমান দুনিয়ার রঙ-তামাশার প্রতি মুখ ফিরিয়ে, গুনাহের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত ও রিয়াযত এবং তাকওয়া ও পরহেজগারি অবলম্বন করে, বিনয় প্রদর্শন করে নিজেকে নগন্য এবং অপরকে উত্তম মনে করে, নফল রোযা এবং দান-সদকা করাকে অভ্যাসে পরিনত করে, শুধুমাত্র হালাল রিযিকই উপার্জন করে এবং অধিকহারে ইবাদত করার পরও নিজের আমল প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করে, নিজেকে সবচেয়ে বড় গুনাহগার মনে করে এবং জাহান্নামের ভয় আর খোদাভীরুতায় কাঁপতে থাকে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হয়ে তার মর্যাদা এতই বাড়িয়ে দেন, **তাঁর** ইবাদতগুজার বান্দাও সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের সমাজে সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড তো শুধু তাদের, যারা সম্পদশালী, প্রভাবশালী, অফিসার, মন্ত্রি, দুনিয়াবী সম্পদ ও পদের অধিকারী, দামী গাড়ির মালিক, দামী মোবাইল, কম্পিউটার বা লেপটপ ব্যবহারকারী, উন্নত পোশাক পরিধানকারী, সুউচ্চ বিল্ডিং, সুন্দর বাংলো বা

www.dawateislami.net

দামি এলাকায় বসবাসকারী, ফর্সা রঙের মানুষ এবং উচ্চ বংশীয়দেরই সবচেয়ে উচ্চ ও উত্তম মনে করা হয় এবং সকাল সন্ধা তাদেরই গুনগান করতে দেখা যায়, আর **আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত** এর নিকট সেই মুসলমান সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে তাকওয়া ও পরহেজগারীতে অপরের চেয়ে এগিয়ে যেমনটি পারা ২৬ সূরা হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ﴿۱۳﴾

(পারা ২৬, হুজরাত, আয়াত ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মানবকূল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে শাখা-প্রশাখা ও গোত্র-গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো। নিশ্চয় **আল্লাহ্**র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয় **আল্লাহ্** জানেন, খবর রাখেন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে বলেন: "সকল মানুষের মূল হচ্ছে হযরত আদম ও হাওয়া (عَلَيْهِ السَّلَام وَ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا) এবং তাঁদের মূল হচ্ছে মাটি, অতএব তোমাদের সকলের মূল হলো মাটি, অথচ বংশ নিয়ে গর্ব কেন করো। মানুষের বিভিন্ন বংশ ও গোত্র বানানোটা হচ্ছে পরস্পরের পরিচয়ের জন্য, এজন্য নয় যে, দম্ভ ও গর্ব করার জন্য। (এই আয়াতে মুবারাকার শানে নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফের বাজারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে **তিনি** দেখলেন যে, এক গোলাম এরূপ বলছে, যে আমাকে কিনবে সে যেন আমাকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে বাঁধা না দেয়, তাঁকে এক ব্যক্তি কিনে নিলো, অতঃপর সেই গোলাম অসুস্থ হয়ে গেলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সেবা-শুশ্রূষা করতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অতঃপর তাঁর ওফাত হয়ে গেলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দাফন কাজে অংশগ্রহণ করলেন, এ কারণে অনেক লোক বিস্ময় প্রকাশ করলো যে, গোলামের উপর এতই দয়া! এপ্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।" (নুরুল ইরফান)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের থেকে জাহেলিয়তের অহংকার এবং বংশীয় গর্ব দূর করে দিয়েছেন, এখন হয় মু'মিন নেককার হবে বা পাপী হতভাগ্য হবে।" **(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৯৭, হাদীস নং-৩৯৮১)**

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন বান্দাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা**র সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, এই অবস্থায় যে, সে খতনা বিহীন হবে, অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করবেন: "হে আমার বান্দা! আমি তোমাদের আদেশ করেছিলাম আর তোমরা আমার আদেশকে অমান্য করেছো আর তোমরা নিজেদের বংশকে উচ্চ করেছো এবং এর মাধ্যমে একে অপরের উপর গর্ব করেছো, (সুতরাং) আজকের দিনে আমি তোমাদের বংশসমূহকে নিকৃষ্ট ও অপদস্থ ঘোষনা করলাম, আমিই প্রতিদান দানকারী বিচারক, কোথায় মুত্তাকী লোকেরা? নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট তোমাদের মধ্যে বেশি সম্মানিত সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার।" **(তারিখে বাগদাদ, ১১/৩৩৭, নম্বর- ৬১৭২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট মুত্তাকীরাই (তাকওয়া সম্পন্ন) ব্যক্তিরাই সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন। সমাজে এদের সল্পতার কারণে যদিও তাঁদের সম্মান ও গুরুত্ব দেয়া হয় না, কিন্তু কিয়ামতের দিন খুবই শান ও শওকত সহকারে আনা হবে, ১৬ পারার সূরা মরিয়মের ৮৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿۸۵﴾

(পারা ১৬, মরিয়ম, আয়াত ৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে দিন আমি খোদাভীরুদেরকে পরম করুণাময়ের প্রতি মেহমান বানিয়ে নিয়ে যাবো;

দুনিয়ায় এই লোকেরা যদিও সুন্দর বিল্ডিংয়ের পরিবর্তে কাঁচা ঘরে থাকে, কিন্তু জান্নাতে তাঁদের উপহার স্বরূপ আলিশান অট্টালিকা দান করা হবে, যেমনটি ১৪ পারার সূরা নাহলের ৩০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۰﴾ (পারা ১৪, নাহল, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং নিশ্চয় পরকালীন আবাস সর্বাধিক উত্তম। আর নিশ্চয় কতই উৎকৃষ্ট আবাস পরহেযগারদের!

سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! দুনিয়ায় যাদের নগন্য মনে করা হয়, ধনীদের ঘর থেকে যাদের বিতাড়িত করা হয়, কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা**র নির্দেশাবলী মান্যকারী, নামায আদায়কারী, রোযা পালনকারী, হালাল রিযিক ভক্ষনকারী, **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয় পোষনকারী, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরনকারী, দৃষ্টি ও অন্তরকে হিফাযতকারী এবং অন্যান্য নেক কাজ সম্পাদনকারী মুত্তাকী লোক আখিরাতে কিরূপ শান ও মহত্বের অধিকারী হবে। মুত্তাকী লোক যেমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয়, তেমনিভাবে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও প্রিয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, তাইয়েবা, তাহেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: **"নবী করীম, রউফুর রহীম, মাহবুবে রাব্বে আযীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন বিষয়ে আশ্চার্য হতেন না এবং না দুনিয়ার কোন বিষয় **তাঁকে** আশ্চার্য করতো, শুধুমাত্র তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যতিত।"

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আয়েশা, ৯/৩৪১, হাদীস নং-২৪৪৫৭)

এমনিভাবে **রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ইলমের (জ্ঞানের) ফযীলত ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে উত্তম এবং তোমাদের দ্বীনের (ধর্মের) উত্তম বিষয় হচ্ছে তাকওয়া।" **(মুজামুল আউসাত, মিন ইসমে আলী, ৩/৯২, হাদীস নং-৩৯৬০)**

সবচেয়ে বেশি সম্মানিত কে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: "আরয করা হলো: ইয়া **রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সবচেয়ে বেশি সম্মানীত কে? ইরশাদ করলেন: সে, যে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী (খোদাভীরু)।"

(বুখারী, কিতাব আহাদীসিল আম্বিয়া, বাব কওলুহু তাআলা ওয়া ইত্তিখাযিল্লাহু ইব্রাহীম খলীল, ২/৪২১, হাদীস নং-৩৩৫৩)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু যর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: "তুমি কোন লাল বা কালো থেকে উত্তম নও, কিন্তু এমন যে, তুমি তার চেয়ে তাকওয়ার (দিক থেকে) উচ্চ হয়ে যাও।"

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদ আল আনসার, হাদীস আবি যর গিফারী, ৮/৯৩, হাদীস নং-২১৪৬৪)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "কালো বর্ণের মু'মিন হাজারো ফর্সা কাফেরের চেয়ে উত্তম। কালো বর্ণের মুত্তাকী হাজারো ফর্সা গুনাহগারের চেয়ে উত্তম। ফাসিক থেকে মুত্তাকী উত্তম, উদাসীন থেকে সজাগ উত্তম, এই মহান বাণী খুবই ব্যাপক। (মিরাতুল মানজিহ, ৭/৩২-৩৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, দ্বীনে ইসলামে শুধুমাত্র উচ্চ বংশীয় বা সম্পদশালী হওয়া, ফর্সা ও কালো বর্ণের হওয়া ফযীলতের দাবীদার নয় বরং মানুষের উত্তম ও উচ্চ হওয়ার মানদন্ড হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেজগারীর মাঝেই। তাকওয়া ও পরহেজগারী হচ্ছে এমনি এক মহান সম্পদ, যেমনিভাবে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন তখন তাকওয়ার জন্যও দোয়া করতেন। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া করতেন: " اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْئَلُكَ الْهُدٰی وَالتُّقٰی وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی অর্থাৎ হে আমার **পরওয়ারদিগার**! আমি তোমার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং সম্পদশীলতার প্রার্থনা করছি।"

(মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, পৃষ্ঠা ১৪৫৭, হাদীস নং-২৭২১)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "হিদায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম আকীদা, তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম আমল, পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং সম্পদশীলতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া, **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই মুখাপেক্ষী থাকা, এই দোয়ায় দ্বীনের সমস্ত মঙ্গলই প্রার্থনা করা হয়েছে।"

(মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৭১)

ইলাহী মে তুঝ সে দোয়া মাঙ্গতা হোঁ, করম মাগফিরাত কি দোয়া মাঙ্গতা হোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! ধন-সম্পদ বা পদ ও মন্ত্রিত্ব অর্জিত হওয়াতে কোন বিশেষত্ব নেই বরং এসবই পরীক্ষা, এগুলো তো অনেক লোকের নসীব হয়ে যায়, কিন্তু তাকওয়া এমন এক মহান সম্পদ, যা সকলকে দান করা হয় না, তাকওয়া কোন নগন্য বিষয় নয় বরং অনেক বড় এক ভান্ডার।

www.dawateislami.net

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "তাকওয়া হচ্ছে এক দূলর্ভ ভান্ডার, যদি তুমি এই ভান্ডার পেতে সক্ষম হয়ে যাও, তবে এতে তুমি অনেক মূল্যবান মুক্তো ও জহরত পাবে এবং ইলম ও রূহানী সম্পদের অনেক বড় ভান্ডার তোমার হাতে আসবে, সম্মানিত রিযিক তোমার আয়ত্বে চলে আসবে, তুমি অনেক বড় সফলতা অর্জন করে নিবে, অনেক বড় অমূল্য সম্পদ পেয়ে যাবে এবং মহান রাজ্যের (অর্থাৎ জান্নাত) মালিক হয়ে যাবে, এভাবে বুঝে নিন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল তাকওয়ার মাঝে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। তুমি একটু কোরআনে করীমের দিকে নজর দাও যে, কোথাও ইরশাদ করেছেন: যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো তবে সকল প্রকার মঙ্গল ও বরকতের মালিক হয়ে যাবে। কোথাও তাকওয়া অবলম্বনের প্রতিদান ও সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে এবং কোথাও ইরশাদ করা হয়েছে যে, সৌভাগ্য লাভের উপায় হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করা। ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি কোরআনে করীম থেকে তাকওয়া সম্পর্কে বারটি (১২) উপকারীতা বর্ণনা করছি: ১. **আল্লাহ্ তাআলা** মুত্তাকী ব্যক্তির প্রশংসা করেন। ২. মুত্তাকী ব্যক্তি শত্রু হতে নির্বিঘ্ন এবং নিরাপদ থাকে। ৩. **আল্লাহ্ তাআলা** মুত্তাকী ব্যক্তিকে সমর্থন এবং সাহায্য করে থাকেন। ৪. মুত্তাকী ব্যক্তি আখিরাতের ভয়াবহতা এবং সেখানকার কঠোরতা থেকে মুক্তি পাবেন। ৫. দুনিয়ায় মুত্তাকী ব্যক্তির হালাল রিযিক নসীব হয়। ৬. মুত্তাকী ব্যক্তির আমলের সংশোধন হয়ে যাবে। ৭. তাকওয়ার বরকতে মুত্তাকী ব্যক্তির সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। ৮. মুত্তাকী ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র বন্ধু হয়ে যায়। ৯. তাকওয়ার কারণে মুত্তাকী ব্যক্তির আমল কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছে যায়। ১০. মুত্তাকী ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট গৌরব ও সম্মানের অধিকারী হয়ে যায়। ১১. মুত্তাকী ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় **আল্লাহ্ তাআলা**র দীদার এবং আখিরাতে মুক্তির সুসংবাদ দেয়া হয়। ১২. মুত্তাকী ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তাঁর চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য নসীব হবে।"

(মিনহাজুল আবেদিন, ১৪৪ থেকে ১৪৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

দেয় হুসনে আখলাক কি দৌলত করো দেয় আতা ইখলাস কি নে'মত।
মুঝ কো খাযানা দেয় তাকওয়া কা ইয়া আল্লাহ্ মেরী ঝোলী ভর দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মুত্তাকীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কোন বান্দার অন্তরে তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রদীপ প্রজ্জলিত হয়ে যায়, যদিও সে কোন কালো রঙের হোক না কেন, তবে তার তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যায়, তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া শব্দ এমনি প্রভাবময় হয়ে যায় যে, বের হতেই তা বাস্তবে পরিনত হয়, এমনকি তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বনকারী যদি কাঠের মতো নগন্য বস্তুকেও স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আবেদন করেন তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর চাওয়াকে ফিরিয়ে দেন না এবং এই কাঠকেও স্বর্ণ বানিয়ে দেন, যেন লোকেরা জেনে নেয় যে, তিনি কোন নগন্য মানুষ নন বরং কোন মহৎ ব্যক্তিত্ব। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

কাঠ কিভাবে স্বর্ণে পরিণত হলো...?

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ বিন রাশিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "শাম দেশে (সিরিয়ায়) দু'জন খুবই সুদর্শন ইবাদতগুজার যুবক বাস করতো। ইবাদতের আধিক্য এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর কারণে তাঁদের **"সাবিহ ও মালিহ"** নামে ডাকা হতো। তাঁরা নিজেদের একটি ঘটনা কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: একবার আমাদেরকে ক্ষুধায় খুব কষ্ট দিয়েছিলো। আমি আমার সাথীকে বললাম: "চলো! অমুক মরুভূমিতে গিয়ে কোন ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মের কিছু আহকাম শিখিয়ে আখিরাতের মঙ্গলের কিছু কাজ করি।" সুতরাং আমরা মরুভূমির দিকে যেতে লাগলাম, সেখানে আমরা এক কালো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম যার মাথায় কাঠের বোঝা ছিলো। আমরা তাকে বললাম: "বলো! তোমার রব কে?" একথা শুনে তিনি কাঠের বোঝাটি মাঠিতে ফেললেন এবং এর উপর বসে বললেন: "আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করো না যে, তোমার রব কে? বরং একথা জিজ্ঞাসা করো যে, ঈমান তোমার অন্তরের কোন অংশে রয়েছে?" সেই গ্রাম্য লোকটির এরূপ রহস্যপূর্ণ কথা শুনে আমরা দুজন আশ্চার্য হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আবার বললেন: "তোমরা চুপ কেন হয়ে গেছো? আমাকে জিজ্ঞাসা করো, প্রশ্ন করো, নিশ্চয় জ্ঞান পিপাষুরা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকে না।" আমরা তার কথার কোন উত্তর

www.dawateislami.net

দিতে পারলাম না এবং চুপ রইলাম। যখন সে আমাদেরকে চুপচাপ দেখলেন, তখন **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে এভাবে আরয করলেন: "হে আমার পাক **পরওয়ারদিগার**! তুমি নিশ্চয় জানো যে, তোমার কিছু বান্দা এমনও রয়েছে, যখন তারা তোমার নিকট প্রার্থনা করে তবে তুমি তাঁদের অবশ্যই দান করো। হে আমার **মাওলা**! আমার এই কাঠগুলোকে স্বর্ণ বানিয়ে দাও।" তিনি এই কথাটি বলতেই কাঠগুলো চকচকে সোনা হয়ে গেলো। তিনি আবার দোয়া করলেন: হে আমার পাক **পরওয়ারদিগার**! নিশ্চয় তুমি তোমার সেই বান্দাদের বেশি পছন্দ করো, যে প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী নয়। হে আমার **মাওলা**! এই স্বর্ণকে আবার কাঠ বানিয়ে দাও।" তাঁর কথা শেষ হতেই সেই স্বর্ণগুলো আবারো কাঠে পরিনত হয়ে গেলো। তিনি কাঠের বোঝাটি নিজের মাথায় উঠালেন এবং একদিকে চলে গেলেন।" **(উয়ূনুল হিকায়াত, ২য় অংশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)**

দেখনা মত তুম হেকারত সে কিসি আনপড় কো ভি,
কিয়া খবর পেশে খোদা মকবুল বান্দা হো ওহি। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামে মুত্তাকী ব্যক্তির খুবই গুরুত্ব রয়েছে, যদি কোন ব্যক্তিকে কোন পদ বা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে তার অন্যান্য উত্তম গুণাবলীর পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেজগারীর দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরাও رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى নিজের মুরিদ ও আপনজনদের মাঝে তাদেরকেই পছন্দ করতেন, যারা পরহেজগারীতে অপরের চেয়ে উত্তম হতো।

ইহ্ইয়াউল উলুম ৫ম খন্ডের ৩২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: কোন সূফী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একজন যুবক মুরিদ ছিলো। সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যুবকটিকে খুবই সম্মান ও প্রধান্য দিতেন। একবার কোন মুরিদ জিজ্ঞাসা করলো: "আপনি যুবকটিকে খুবই সম্মান করেন, অথচ বয়োবৃদ্ধ হলাম আমরা?" বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছু পাখি আনালেন এবং সে সব মুরিদদের এক একটি পাখি এবং ছুরি দিয়ে বললেন: "তোমরা সবাই পাখিগুলোর এমন জায়গায় জবাই করো, যেখানে কেউ দেখতে না পায়।" যুবক মুরিদটিকেও একটি পাখি দেয়া হলো এবং তাকেও সেই কথা বলা হলো। প্রত্যেকে পাখি জবাই করে নিয়ে এলো কিন্তু যুবকটি জীবিত পাখিটি

www.dawateislami.net

নিয়ে ফিরে এলো। বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "অন্যদের মতো তুমি পাখিটি জবাই করোনি কেন?" যুবকটি আরয করলো: "আমি এমন কোন জায়গা পাইনি, যেখানে কেউ দেখছে না, কেননা **রব আল্লাহ্ তাআলা** তো আমাকে সকল জায়গায় দেখছেন।" এটা দেখে সকল মুরিদ তাঁর মুরাকাবাকে (অর্থাৎ সব কিছু ছেড়ে **আল্লাহ্ তাআলার** দিকে ধ্যান করার আমল) পছন্দ করলো এবং বললো: "তুমি আসলেই সম্মান ও আদবের যোগ্য।" **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/ ৩২৪)**

আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের সম্মানিত আব্বাজানের (হযরত মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) সাথে হযরত শাহ আলে রাসুল আহমদ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আলীয়া কাদেরীয়া সিলসিলায় বাইয়াত গ্রহণ করলেন। মুর্শিদে কামিল (মুরিদ বানানোর সাথে সাথে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে) সকল সিলসিলার অনুমতি ও খেলাফত এবং হাদীসের সনদও দান করলেন। **(হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৪৯)** অথচ হযরত শাহ আলে রাসুল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খেলাফত ও অনুমতির ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। (মুরিদ হতেই পীর ও মুর্শিদের পক্ষ থেকে এরূপ দাক্ষিণ্য দেখে) খানকার এক ব্যক্তি আর থাকতে পারলো না, আরয করলো: "হুযুর! আপনার খান্দানে তো খেলাফত অনেক রিয়াযত এবং মুজাহাদার পরই দেয়া হয়। তাঁকে সাথে সাথেই খেলাফত দান করে দিলেন।" হযরত শাহ আলে রাসুল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বের কারণ বর্ণনা করে) সেই ব্যক্তিকে বললেন: "লোকেরা নোংরা অন্তর এবং নোংরা নফস নিয়ে আসে। এগুলো পরিস্কারে অনেক সময় লেগে যায়, কিন্তু তিনি পবিত্র নফস নিয়ে এসেছিলেন, শুধুমাত্র সম্পর্কের প্রয়োজন ছিলো, তা আমি দান করে দিলাম।" অত:পর উপস্থিতিদের উদ্দেশ্যে বললেন: "আমার অনেক দিন ধরে একটি চিন্তা কষ্ট দিতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তা আজ দূর হয়ে গেলো। কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** যখন জিজ্ঞাসা করবে যে, "আলে রাসুল আমার জন্য কি এনেছো?" তখন আমি আমার মুরিদ আহমদ রয়া খান (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) কে পেশ করে দেবো।"

(আনওয়ারে রযা, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)(পীর পর এ'তেরায মানআ হে, ৪৭ পৃষ্ঠা)

ইস কি হাস্তি মে থা আমল জাওহর সুন্নাতে মুস্তফা কা ওহ পেয়কর,
আলিমে দ্বীন সাহিবে তাকওয়া ওয়াহ কিয়া বা'ত হে আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মুত্তাকী লোকের গুণাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মকবুলিয়্যত এবং ফযীলতের সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ডে আমাদের বুযুর্গদের দৃষ্টিতেও তাকওয়া ও পরহেজগারীই ছিলো। শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, বয়সে বেশি হওয়া কখনোই ফযীলতের (মর্যাদার) মানদন্ড নয়, সুন্দর ও সুশ্রী হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, প্রকাশ্যে পরিস্কার পরিছন্ন হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, উচ্চ শিক্ষিত হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, অনেক ব্যাংক ব্যালেন্সের মালিক হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, উত্তম বাড়ি ও দোকানের মালিক হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, উত্তম বাহন, দামী মোবাইলে অধিকারী হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, কথাবার্তায় জয়ী হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়, দামী পোশাকধারী হওয়া কখনোই ফযীলতের মানদন্ড নয়। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ইহইয়াউল উলুমে** বলেন: "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্যবর্তী সেই লোক হবে, যে দুনিয়ায় দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত এবং বিষন্ন ছিলো। এরা সেই লোক যারা (সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে) লুকায়িত এবং মুত্তাকী, কেননা যদি উপস্থিত থাকে তবে তাদের চেনা যায় না, অদৃশ্য হলে খুঁজে না, জমিনের কণাও তাঁকে চিনে না এবং আসমানের ফিরিশতা তাঁকে ঘিরে রাখে। লোকেরা দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এরা **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়। লোকেরা নরম ও মোলায়েম বিছানা বিছায় আর এরা কপাল ও হাঁটু বিছায় (অর্থাৎ রাত সিজদায় অতিবাহিত করে)। লোকেরা আম্বিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى সুন্নাত এবং তাঁদের চরিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিন্তু এরা এর হেফাজত করে (অর্থাৎ তাঁদের সুন্নাত ও চরিত্রের অনুসরন করে)। যখন তাঁদের মধ্য হতে কেউ ইন্তিকাল করে তবে জমিন কান্না করে এবং যে শহরে তাঁদের মধ্য হতে কেউ থাকে না, সেই শহরে **আল্লাহ্ তাআলা** গযব অবতীর্ণ করেন। এরা দুনিয়ার প্রতি তেমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে না, যেমনভাবে মৃতের উপর কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে বরং এরা তো কম খায় এবং পুরোনো পোশাক পরিধান করে। তাঁদের চুল এলোমেলো এবং চেহারা ধুলিময় হয়ে থাকে। লোকেরা তাঁদের

www.dawateislami.net

দেখে অসুস্থ মনে করে অথচ তাঁরা অসুস্থ নয় এবং লোকেরা মনে করে যে, তাঁদের মানষিক রোগ হয়েছে, যার কারণে তাঁদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে অথচ তাঁদের জ্ঞান লোপ পায়নি কিন্তু তাঁরা **আল্লাহ্ তাআলার** ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেছে, যার কারণে তাঁদের থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুনিদারদের নিকট এরা জ্ঞানহীন ব্যক্তির ন্যায় চলে অথচ তাঁদের জ্ঞান সেই সময়ও নিরাপদ থাকবে, যখন লোকদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁদের জন্য আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা হবে। যখন তোমরা তাঁদের কোন শহরে দেখো, তখন জেনে রেখো যে, তিনি এই শহরের অধিবাসীদের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ। যে গোত্রে এঁরা থাকে **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের আযাব দেন না, জমিন তাঁদের প্রতি খুশি এবং রব তাআলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তোমরা তাঁদের নিজের ভাই বানিয়ে নাও, এটি অতি সন্নিকটে যে, তোমরা তাঁদের ওসীলায় মুক্তি পেয়ে যাবে।” **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৪৬, সংক্ষেপিত)**

সদায়ে মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী** اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের এই মাদানী চিন্তাধারা দিয়েছে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট সম্মান ও ফযীলতের উৎস ধন সম্পদ, দেশ ও রাজত্ব, পদ ও মর্যাদা, সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি, বয়স ও অভিজ্ঞতা, প্রসিদ্ধি ও পেশার উপর নির্ভর করে না বরং শুধুমাত্র তাকওয়া ও পরহেজগারী উপরই নির্ভর করে, যা দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য মঙ্গলের উপায়, সুতরাং তাকওয়া ও পরহেজগারীতে অভ্যস্ত হোন, মুত্তাকী মুসলমানের মান-সম্মানের হেফাজত করা এবং সফল মুসলমান হওয়ার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে সতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **“সদায়ে মদীনা”**। সদায়ে মদীনা কি? **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানোকে সদায়ে মদীনা বলে এবং এটি সেই মহান কাজ, যা সাহাবায়ে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی করেছেন, তাঁরা নিজেদের পরিবারের লোকদের জাগাতেন। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রাতে **আল্লাহ্ তাআলা** যতক্ষন চাইতেন নামায আদায় করতেন, এমনকি রাতের শেষ অংশে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও নামাযের জন্য জাগাতেন এবং তাঁদের বলতেন: اَلصَّلٰوۃ অর্থাৎ নামায। অতঃপর এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করতেন:

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۳۲﴾

(পারা ১৬, সূরা ত'হা, আয়াত ১৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আপন পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও সেটার উপর অবিচল থাকো। আমি তোমার নিকট কোন জীবিকা চাই না; আমি তোমাকে জীবিকা দেবো; এবং শুভ পরিণাম খোদা ভীরুতার জন্য।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুস সালাত, বাবুত তাহরিজ, আল ফসলুস সানি, ১/২৪৪, হাদীস নং-১২৪০)

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সদায়ে মদীনার একটি সংক্ষিপ্ত বাহার শ্রবণ করি এবং সদায়ে মদীনা লাগানোর নিয়্যত করে নিই, যেমনিভাবে-

ফয়যানে মদীনার জন্য জমিন পেয়ে গেলাম

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাফেলার সাথে আমি একটি শহরে গেলাম, ফযরের আজানের পর আমরা সদায়ে মদীনা দিচ্ছিলাম, হঠাৎ একটি ঘর থেকে এক মর্ডান যুবক আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করলো এবং সে ফযরের নামায মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করলো। পরে সেই যুবকের পিতা মাদানী কাফেলার সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো। তিনি সম্পদশালী ছিলেন। তিনি বললেন যে, সদায়ে মদীনার বরকতে আমার অবাধ্য মর্ডান বেনামাযী সন্তান পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই মর্ডান যুবকের পিতা প্রভাবিত হয়ে সেই শহরেই ফযয়ানে মদীনার জন্য জমিন দিয়ে দিলেন।

সাদায়ে মদীনা দোঁ রোজানা সদকা, আবু বকর ও ফারুক কা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমরা তাকওয়ার শাব্দিক ও শরয়ী পরিচিতি এবং এর প্রকার সম্পর্কে শ্রবণ করি আর পাশাপাশি এই নিয়্যতও করি যে, এর বরকতে গুনাহ থেকে বেঁচে নিজেকে তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রতিচ্ছবি হিসেবে গড়ে তুলব اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ।

তাকওয়া কাকে বলে?

তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে "নফসকে ভীতিকর বিষয় থেকে বাঁচানো" এবং শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে "নফসকে সেই সকল কাজ থেকে বাঁচানো, যা করলে বা না করলে মানুষ আযাবের হকদার হয়, যেমন; কুফর ও শিরক, কবীরা গুনাহ, অশ্লিল কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো, হারাম বস্তুকে পরিহার করা এবং ফরযসমূহ আদায় করা ইত্যাদি, এবং এও বলা হয় যে, তাকওয়া হলো, তোমার প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে যেন সেই কাজে না পায়, যা তিনি নিষেধ করেছেন।" **(তাফসীরে খাযিন, পারা ১, বাকারা, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২২, সংক্ষেপিত)**

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "পরহেজগারদের মুত্তাকী এই জন্যই বলা হয় যে, তাঁরা এমন বিষয় থেকেও বেঁচে থাকেন, যা থেকে বাঁচা সাধারনত কষ্টকর।" **(দুররে মনসুর, পারা ১, বাকারা, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২১)**

কোন এক কবি বলেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করে, সেই লাভজনক বস্তু অর্জন করে। কবরে মানুষের সাথে শুধুমাত্র তাকওয়া ও উত্তম আমলই যাবে।" **(মিনহাজুল আবেদিন, ১৫০ পৃষ্ঠা)**

আসুন এবার তাকওয়ার প্রকারসমূহ সম্পর্কে শ্রবণ করি:

তাকওয়ার প্রকারভেদ

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী অনুযায়ী তাকওয়া সাত (৭) প্রকারের: ১. কুফর থেকে বেঁচে থাকা, ২. বদ মাযহাবী থেকে বেঁচে থাকা, ৩. কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, ৪. ছগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, ৫. সন্দেহজনক বস্তু থেকে দূরে থাকা, ৬. নফসের চাহিদা সমূহ থেকে বেঁচে থাকা, ৭. **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছ থেকে পৃথককারী সকল বস্তুর প্রতি মনযোগ দেয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং কোরআনে আযীম এই সাতটি পর্যায়ের লোকেরই নির্দেশনা প্রদানকারী।

(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১, বাকারা, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, পৃষ্ঠা ৪)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত কিছু লোকের এরূপ মন্দ স্বভাব থাকে যে, তারা সমাজে উত্তম ধারণা করা এমন লোকদের খুবই গুনগান করে, তাদের প্রসংশায় পঞ্চমুখ থাকে এবং তাদের ব্যাপক অভ্যর্থনা করতে দেখা যায়, কিন্তু আফসোস! নিম্ন ও নগন্য মনে করা কিন্তু জায়িয পেশার মুসলমানদের কোন খাতির দেখায় না বরং তাদের মনে কষ্ট দেয় এবং খুবই হাসি-ঠাট্টা করে, এমনিভাবে অনেকে নাজায়িয কাজে লিপ্ত হওয়ার পরও নিজেকে সবচেয়ে উত্তম ও উচ্চ এবং নিজেকে ছাড়া সমাজের সকলকে বা বিশেষ পেশার মুসলমানদের না শুধু নিকৃষ্ট ও নগন্য মনে করতো বরং সময়ে সময়ে তাদের গোত্র বা পেশার প্রতি সমালোচনা করে তাদের অদ্ভূত উপাধী প্রদান করে এমনকি অনেকে তো তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে যেমন; তাদেরকে নিজেদের কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া বা দাওয়াত গ্রহণ করাকে খারাপ মনে করে। নিঃসন্দেহে এমনি চিন্তা পোষনকারী লোক অত্যন্ত ভুলের মধ্যে রয়েছে এবং ফযীলতের এই মানদন্ড স্বয়ং নিজেরই বানানো, কেননা ফযীলতের এই মানদন্ড না'তো কোরআনে করীম দ্বারা প্রমানিত এবং না হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বরং কোরআনে করীম ও হাদীসে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বারা তো শরিয়াতের বিনা প্রয়োজনে মুসলমানের প্রতি হাসি-ঠাট্টা এবং মন্দ উপাধী দ্বারা ডাকাকে নিষেধ করা হয়েছে, সুতরাং পারা ২৬ সূরা হুজরাতের **১১** নম্বর আয়াতে ইরশাদে **রাব্বানী** হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৬, হুজরাত, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রুপ করবে; এটা বিচিত্র নয় যে, তারা ওই বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে; এবং না নারীগণ নারীদেরকে (বিদ্রুপ করবে); এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা এই বিদ্রুপকারীনীদের অপেক্ষা উত্তম হবে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না আর একে অপরের মন্দ নাম রেখো না। কতই মন্দ, নাম-মুসলমান হয়ে 'ফাসিক্ব' বলানো! এবং যারা তাওবা করে না, তবে তারাই যালিম।

www.dawateislami.net

এই পবিত্র আয়াতের পাদটিকায় তাফসীরে খাযিনে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত সাবিত বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উঁচু আওয়াজ শুনতেন, যখন তিনি **সরওয়ারে দো'আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মজলিশ শরীফে উপস্থিত হতেন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان তাঁকে সামনে বসাতেন এবং তাঁর জন্য জায়গা খালি করে দিতেন যেন তিনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকটে উপস্থিত থেকেই মুবারক বাণী শুনতে পারেন। একবার তাঁর উপস্থিত হতে দেরী হয়ে গিয়েছিলো এবং মজলিশ শরীফ পূর্ণ হয়ে গেলো তখনই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উপস্থিত হলেন এবং নিয়ম এটাই ছিলো যে, যে ব্যক্তি এমন সময় আসে আর মজলিশে জায়গা না পায় তবে যেখানে আছে সেখানেই দাড়িঁয়ে থাকবে। কিন্তু হযরত সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আসলে **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকটে বসার জন্য লোকদের সরাতে গিয়ে বলছিলেন যে, "জায়গা দাও!" এমনকি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এতই নিকটে পৌঁছে গেলেন যে, তাঁর এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাঝে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই অবশিষ্ট রয়েছে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকেও এরূপ বললেন যে, জায়গা দাও! সেই ব্যক্তি বললেন: আপনি যেখানে জায়গা পেয়েছেন সেখানই বসে যান। হযরত সায়্যিদুনা সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রাগ করে তাঁর পেছনেই বসে গেলেন। যখন দিনের আলো ভালভাবে প্রষ্ফুটিত হলো তখন হযরত সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর শরীরে চাপ দিয়ে বললো: কে? সেই ব্যক্তি বললো: আমি অমুক ব্যক্তি। হযরত সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর মায়ের নাম নিয়ে বললেন: অমুকের ছেলে। এতে সেই ব্যক্তি লজ্জায় মাথা নিচু করে নিলেন কেননা সেই যুগে এমন বাক্য অপমানিত করার জন্য বলা হতো, এ কারণে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।"

(তাফসীরে খাযিন, পারা ২৬, হুজরাত, ১১ নং আয়াতের তাফসীর, ৪/১৬৯)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** এই আদেশের উদ্দেশ্য হলো যে, কাউকে ছোট মনে করো না, হতে পারে সে **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট তোমার চেয়ে উত্তম, উচ্চ এবং অধিক নৈকট্যশীল। **(আয যাওয়াজির, বাবুস সানি ফি কাবাইরিয যা'হিরা, ২/১১)**

www.dawateislami.net

শায়খুল মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "এই যুগে যে এক অশ্লিল এবং জঘন্য অপরাধমুলক প্রথার প্রচলন শুরু হয়েছে যে, "শায়খ" ও "পাঠান" দাবীকারীদের এই রীতি চলে আসলো যে, ধনুকর (তুলা পেষনকারী), তাঁতি, কসাই, নাপিত বলে মুখলিস ও মত্তাকী মুসলমানদের ঠাট্টা করতো বরং এই সম্প্রদায়ের আলিমদের শুধুমাত্র বংশীয় কারণে নগন্য মনে করা হতো বরং নিজেদের বৈঠকে তাদেরকে ঠাট্টা করে হাসা হাসি করা হতো। যারা অনেক বছর ধরে এই সম্প্রদায়ের আলিমদের শাগরেদী অবলম্বন করে স্বয়ং আলিম ও তরিকতের শায়খ হয়ে গেছে কিন্তু শুধুমাত্র বংশীয় কারনে নিজের ওস্তাদদের নগন্য ও নিকৃষ্ট মনে করে তাদের সম্পর্কে হাসি ঠাট্টা করে এবং নিজের জাত বংশ নিয়ে গর্ব করে অপরকে অপমান ও অপদস্থ করতে থাকে। **আল্লাহ্** জানেন যে, কোরআনে মজীদের আলোকে এমন লোক কত বড় অপরাধী? (তিনি আরো বলেন:) দেখুন যে, কোরআনে মজীদে এই আহকাম ও সতর্কবাণী বর্ণনা করা হয়েছে: (১) কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রতি ঠাট্টা করবে না। হতে পারে যে, যাকে ঠাট্টা করা হয়েছে সে ঠাট্টাকারীর চেয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম। (২) মুসলমানদের জন্য জায়িয নয় যে, একে অপরের নিন্দা করে। (৩) মুসলমানের জন্য হারাম হলো যে, একে অপরের মন্দ নাম রাখে। (৪) যারা এমন করে তারা মুসলমান হয়েও "ফাসিক"। (৫) এবং যারা এই আচরণের জন্য তাওবা করে না তারা "যালিম"।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: "যদি কোন গুনাহগার মুসলমান নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে তবে তাওবা করার পর তাকে এই গুনাহের কথা বলে অপমান করাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। এমনিভাবে কোন মুসলমানকে কুকুর, গাধা, শুয়োর বলাও নিষেধ বা কোন মুসলমানকে এমন নাম বা উপাধি দ্বারা স্বরণ করা, যাতে তার মন্দ স্বভাব প্রকাশ পায় বা তার খারাপ লাগে, এসকল ধরনই সেই নিষেধাজ্ঞার মাঝে পড়ে।" (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, ৯৫০ পৃষ্ঠা, পারা ২৬, হুজরাত, আয়াত ১১) এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "যদি আমি কাউকে নগন্য মনে করে তাকে উপহাস করি তবে আমার ভয় হয় যে, **আল্লাহ্ তাআলা** না আমাকে কুকুর বানিয়ে দেন।"

(তাফসীরে সা'বি, পারা ২৬, হুজরাত, ১১, ৫/১৯৯৪)(আজাইবুল কোরআন মাআ গারাইবুল কোরআন, ৩৮৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! নিজেকে নিজে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করা, মুত্তাকী মুসলমানদেরকে শরিয়তের বিনা অনুমতিতে নগন্য ও নিকৃষ্ট মনে করা বা যেকোন ভাবে তাকে উপহাস করা কতই যে ধ্বংসময় কাজ, সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এই মারাত্নক রোগে আক্রান্ত হয় তবে তার উচিৎ যে, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নিজেকে বিনয় নম্রতার অনুসারী করা, কাউকে উত্তম ও অধম ঘোষনা করা অধিকার **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপরই ন্যস্ত, আজ পর্যন্ত যত মুসলমানকে নগন্য মনে করে তাদের অন্তরে কষ্ট দেয়ার গুনাহ নিজের মাথায় বহন করছি যদি সম্ভব হয় তবে তাদের খুঁজে তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার ব্যবস্থা করে নিন, পাশাপাশি **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারেও তাওবা ও ইস্তিগফার করে এই আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়াও করতে থাকুন, সাবধান! সাবধান! যদি কোন মুত্তাকী মুসলমানকে অস্বাভাবিক কাজ করতে দেখেন তবে কখনোই অন্তরে কুধারনা করবেন না কেননা এভাবে কোন প্রকার উপকারীতা পাওয়া দূর, অধিকাংশ সময় লজ্জায় পড়তে হয়।

আসুন! এ প্রসঙ্গে দু'টি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষার মাদানী ফুল গ্রহণ করি।

সেও কি আমার চেয়ে উত্তম হতে পারে?

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এরূপ বিনম্র ছিলেন যে, সকলকেই নিজের চেয়ে উত্তম মনে করতেন। এর মূল কারণ এটা হলো যে, এক দিন দজলা নদীতে কোন হাবশীকে মহিলার সাথে এমনভাবে মদ্যপান রত অবস্থায় দেখলেন যে, মদের বোতল তার সামনে ছিলো। সেই সময় তাঁর মনে এলো যে, এও কি আমার চেয়ে উত্তম হতে পারে? কেননা সে তো মদ্যপায়ী। এমনি সময় একটি নৌকা সামনে আসলো যাতে সাতজন আরোহী ছিলো এবং তারা ডুবে গেলো, এটা দেখে সেই হাবশী পানিতে ঝাপিয়ে পড়লো এবং এক এক করে ছয়জনকে পানি থেকে বের করে আনলো। অতঃপর সে তাঁকে আরয করলো: আপনি শুধুমাত্র একজনের প্রাণ বাচাঁলেন। আমি তো পরীক্ষা করছিলাম যে, আপনার (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) অন্তর চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়েছে নাকী না! এবং এই মহিলা যে আমার পাশে আছে, তিনি

www.dawateislami.net

আমার মা আর এই বোতলে রয়েছে সাধারণ পানি। এই কথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই বিশ্বাসে যে, তিনি তো কোন অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি! তার কদমে লুটিয়ে পড়লেন এবং হাবশীকে বললো যে, যেভাবে আপনি ছয় জনের প্রাণ বাঁচালেন তেমনিভাবে অহঙ্কার থেকেও আমাকে বাঁচান। তিনি দোয়া করলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে নুরানী অর্ন্তদৃষ্টি দান করুক, অহঙ্কার ও দম্ভ দূর করুন। সুতরাং এমনি হলো যে, এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজেকে কখনো উত্তম মনে করেননি।" (তাযকিরায়ে আউলিয়া, যিকরে হাসান বসরী, ৪৩ পৃষ্ঠা)

ফখর ও গুরুর সে তু মওলা মুঝে বাঁচানা, ইয়া রব মুঝে বানা দেয় পেয়কর তু আজেযী কা।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গোপন ওলী

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"উয়ূনুল হিকায়াত"** ২য় অধ্যায়ের ১৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম আজুরী কবীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শীতের দিন ছিলো, আমি মসজিদের দরজায় বসা অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আমার একেবারে পাশ দিয়ে চলে গেলো, যে জোড়াতালির একটি কাপড় জড়িয়ে ছিলো। আমার মনে আসলো, হয়তো সে ভিখারী ছিলো, কতইনা উত্তম হতো যদি সে নিজের হাতে রোজগার করে খেত। যখন আমি ঘুমালাম তখন স্বপ্নে দু'জন ফিরিশতা আমার বাহু ধরলো এবং সেই মসজিদে নিয়ে গেলো। সেখানে একব্যক্তি দুটি জোড়াতালি দেয়া কাপড় জড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিলো, যখন তার চেহারা থেকে কাপড় সরানো হলো তখন তা দেখে আমি আশ্চার্য হয়ে গেছি যে, ইনি তো সেই ব্যক্তি যিনি আমার পাশ দিয়ে গমন করেছিলেন! ফিরিশতারা আমাকে বললো: "এর মাংস খাও।" আমি বললাম: "আমি তো এর কোন গীবত করিনি।" বললে: "তুমি মনে মনে এর গীবত করেছো, একে ছোট মনে করেছো এবং এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছো।" হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম আজুরী কবীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অতঃপর আমার চোখ খুলে গেলো, ভয়ের কারণে আমার কম্পন শুরু হয়ে গিয়েছিলো, আমি লাগাতার ত্রিশদিন

www.dawateislami.net

(৩০) সেই মসজিদের দরজায় বসে ছিলাম, শুধুমাত্র ফরয নামাযের জন্য সেখান থেকে উঠতাম। আমি দোয়া করতে রইলাম যে, আবারো সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হবে আর আমি যেন তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিই। এক মাস পর সেই রহস্যময় ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, পূর্বের ন্যায় তার শরীরে জোড়াতালি যুক্ত কাপড় ছিলো। আমি দ্রুত তার দিকে অগ্রসর হলাম, আমাকে দেখে তিনি আরো দ্রুত চলতে লাগলেন, আমিও পেছনে পেছনে চললাম। অবশেষে আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম: "হে **আল্লাহ্**র বান্দা! আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।" তিনি বললেন: "হে ইব্রাহীম! তুমিও কি সেই লোকদের অর্ন্তভূক্ত, যারা মুমিনের গীবত করে?" তার মুখে নিজের সম্পর্কে অদৃশ্যের সংবাদ শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরে আসলো তখন দেখলাম সেই ব্যক্তি আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন: "আবারো কি এরূপ করবেন?" আমি বললাম: "না, আর কখনোই এরূপ করবো না।" অতঃপর সেই রহস্যময় ব্যক্তি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং আর কখনো তাকে দেখিনি।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় এই সত্যটি আলোকিত দিনের ন্যায় প্রকাশ্য যে, মুত্তাকী ও পরহেজগার হওয়ার জন্য প্রচার ও বিজ্ঞাপন, প্রকাশ্য জুব্বা ও পাগড়ী এবং ভক্তদের লম্বা লাইন হওয়া আবশ্যক নয়, **আল্লাহ্ তাআলা** যাকে চান নিজের নৈকট্য দান করেন। সুতরাং আমাদের সকল নেককার বান্দার সম্মান করা উচিৎ, কে জানে যে, কে গোপন ওলী। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **"দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানের রাসুলের সাথে সফররত ছিলাম। আমাদের বগিতে একটি হালকা-পাতলা দাঁড়ি গোঁফহীন ও অনাকর্ষণীয় ছেলে সাধারণ পোশাক পরিহিতাবস্থায় সবার থেকে আলাদা বিভোর অবস্থায় বসা ছিল। কোন এক ষ্টেশনে ট্রেন থামল। শুধুমাত্র দুই মিনিটের বিরতি ছিল। ঐ ছেলেটি প্লাটফর্মে নেমে একটি বেঞ্চে বসে পড়ল। আমরা সবাই আসরের নামাযের জামাআত শুরু করলাম। সবেমাত্র শুধু এক রাকাত হয়েছে, ঐদিকে হরণ বেঁজে উঠল, লোকেরা শোরগোল শুরু করে দিল, গাড়ী চলে যাচ্ছে। সবাই নামায ভেঙ্গে ট্রেনের দিকে লাফ দিলে ঐ ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ল আর সে

www.dawateislami.net

আমাকে ইশারায় বকা দিয়ে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলো! আমরা পুনরায় জামাআতে দাঁড়ালাম। আশ্চর্য্যজনকভাবে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল। নামায থেকে অবসর হয়ে যেমাত্র আমরা আরোহণ করলাম ট্রেন চলতে শুরু করল আর সেই ছেলেটি ঐ বেঞ্চটিতে বসে অন্যমনস্ক হয়ে এদিক-সেদিক দেখছিলো। এ থেকে আমি অনুমান করলাম, তিনি কোন "মাজযুব" ওলী হবেন, যিনি আমাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য নিজের রূহানী শক্তি দ্বারা ট্রেনকে থামিয়ে রেখেছিলেন। (ফয়যানে সুন্নাত, ৩২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত দেখা যায় যে, বয়োবৃদ্ধ ছাড়া যদি কোন অল্প বয়সি ইসলামী ভাইকে কোন যিম্মাদারী দেয়া হলে, যেমন; তাকে মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে রাখা হলে, মাদরাসা বা জামেয়ার নাযিম (Organizer) বানিয়ে দেয়া হয়, শিক্ষক বা নিরীক্ষক হিসেবে রাখা হয়, যেলী হালকা, এলাকা, ডিভিশন বা কাবীনা ইত্যাদীর যিম্মাদারী দেয়া হয় তবে পরস্পর মতানৈক্য এবং ঝগড়া করানোর জন্য শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় যে, অমুক অমুক অভিজ্ঞ এবং বয়োবৃদ্ধ ইসলামী ভাই এর উপযুক্ত ছিলো, তাকেই তো যিম্মাদারী দেয়া যেত, এমন কে কারণে এই অল্প বয়সি ইসলামী ভাইকে এই যিম্মাদারী দেয়া হলো। মনে রাখবেন! মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে রাখার জন্য এটি একটি শয়তানি আঘাত, শয়তান কখনো চায় না যে, আমরা মাদানী পরিবেশে থেকে নিজের আখিরাতের সঞ্চয় করি, সে চাইবে যে, ব্যস যেকোন ভাবেই গীবত, চুগলী, কুধারণা এবং মুসলমানের অন্তরে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে মাদানী পরিবেশ থেকে দূর করে গুনাহে লিপ্ত করে দিতে, আমাদের তার আঘাতকে প্রতিহত করে এই মানষিকতা তৈরী করতে হবে যে, সঠিক আক্বীদা সম্পন্ন মুসলমান আমার চেয়ে উৎকৃষ্ট, যাকেই আমাদের যিম্মাদার বানানো হোক না কেন, আমাদের উচিৎ তার আনুগত্য করা কেননা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া বা বয়োবৃদ্ধ হওয়াই উৎকৃষ্টতার প্রমাণ নয় বরং এর পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেজগারীও খুবই জরুরী, যে ব্যক্তির মাঝে অন্যান্য উত্তম গুনাবলীর পাশাপাশি তাকওয়া, খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফাও থাকবে, সে অন্যদের মাঝে উত্তম ও উচ্চ এবং পদের অধিক উপযুক্ত হবে। **মক্কী মাদানী আক্বা, দো-আলমের দাতা**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও তাদের আমীর বানাতেন, যারা তাকওয়া ও পরহেজগারীতে অন্যের চেয়ে উত্তম হতো। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে এপ্রসঙ্গে একটি হাদীসে মুবারাকা এবং এর ব্যাখ্যা শ্রবণ করি আর মাদানী ফুল কুড়িয়ে নিই।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং তাঁদের মাঝে হযরত উসামা বিন যায়িদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে আমীর বানালেন, এতে অনেকে এর নেতৃত্বের প্রতি আপত্তি করলো, তখন **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যদি তোমরা তার আমীর হওয়াতে ভৎসনা করো তবে তোমরা তার পিতার আমীর হওয়াতেও এর পূর্বেই ভৎসনা করতে, **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! সে আমীরের উপযুক্ত ছিলো এবং সে আমার নিকট মানুষের মাঝে বেশি প্রিয় ছিলো এবং এও তার পর আমার নিকট মানুষের মাঝে বেশি প্রিয়।" **(বুখারী, ৩/১৬১, হাদীস নং-৪৪৬৯)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা উসামা ইবনে যায়িদ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) কে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক জীবনে অনেকবার সৈন্য বাহিনীর আমীর বানিয়েছিলেন, এমনিভাবে ওফাতের সন্নিকটেও তাঁকে এক সৈন্য বাহিনীর আমীর বানিয়েছেন, একে সারিয়ায়ে উসামা বলা হয়। যখন প্রথমবার তাঁকে আমীর বানালেন তখন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আর প্রতিবারেই এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, লোকেরা তাঁর নেতৃত্বে আপত্তি করতে থাকে। এই ভৎসনাকারীরা মুনাফিক এবং আরবের মন্দ লোকেরাই ছিলো, যারা হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ এবং হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়িদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর নেতৃত্বের প্রতি আপত্তি করতো যে, এরা গোলাম ছিলো এবং আরববাসীরা কখনো কোন গোলামকে কারো নেতা বানাতো না, ইসলাম এই গোলামদের উঠিয়ে নেতা বানিয়ে দিচ্ছে। (তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন:) ইসলামে গোলামী ও আযাদীর পার্থক্য ভুল, এখানে সকল মু'মিন গোলাম হোক বা আযাদ সব সমান, মহত্ব হচ্ছে তাকওয়া, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** এই কর্ম দ্বারা এ পার্থক্য ছিন্ন করে দিয়েছেন।"

(মিরাতুল মানাযিহ, ৮/৪৬৫)

মেরী আ'দতে হোঁ বেহতর বনোঁ সুন্নাতোঁ কা পেয়কর,
মুঝে মুত্তাকী বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করা রোগের চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেকে অপর মুসলমানের চেয়ে উত্তম এবং অপরকে নিকৃষ্ট ও নগন্য মনে করা এমনি এক মারাত্মক রোগ যা আমাদের মাঝে অহঙ্কার, গীবত, চুগলী, ঘৃণার ন্যায় অনেক রোগের সৃষ্টি করে, সুতরাং যে এই আপদে লিপ্ত, তার উচিৎ যে, তাড়াতাড়ি এই রোগ থেকে পিছু ছাড়ানোর চেষ্টা করা। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে এই মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা করার নিয়্যত করে নিই:

(১) কোরআনে করীমকে কানযুল ঈমানের অনুবাদ, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, নুরুল ইরফান বা সিরাতুল জিনান সহকারে পড়ার নিয়্যত করে নিন কেননা পাঠকালে যখন মুত্তাকী লোকের গুণাবলী এবং তাঁদের অর্জিত নেয়ামতসমূহ, মুসলমানের হক সমূহ এবং জাহান্নামের আযাবের বর্ণনা দৃষ্টির সামনে আসবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের এই কাজের জন্য গভীর লজ্জা অনুভুত হবে এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করার মানষিকতা সৃষ্টি হবে। (২) নিজেকে এভাবে ভীতি প্রদর্শন করুন যে, মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করা, তাদের মন্দ উপাধী দেয়া, তাদের উপহাস করার কারণে যদি **আল্লাহ্ তাআলা** অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, **মুস্তফা করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে কবর ও হাশরের মর্মান্তিক আযাব কিভাবে সহ্য হবে, (৩) মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **ইহইয়াউল উলুম, মিনহাজুল আবেদিন, মুকাশাফাতুল কুলুব, কু'তুল কুলুব, আল্লাহ্ ওয়ালোঁ কি বাঁতে** ইত্যাদি কিতাবের অধ্যয়ন নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন, কেননা এটাও এই রোগ থেকে মুক্তির এক উত্তম পন্থা। (৪) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং মাদানী মুযাকারায় একনিষ্টভাবে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে অংশগ্রহণ এবং মাদানী চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সমূহও নিয়মিত দেখাও এই আপদ থেকে মুক্তির উত্তম সাহায্যকারী প্রমানিত হবে। (৫) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার অভ্যাস করুন। (৬) প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করুন এবং প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজের যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে

www.dawateislami.net

মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করার ভ্রান্ত ধারনার মূলৎপাটন হয়ে যাবে। (৭) এই বিষয় সমূহের উপর সহজভাবে আমল করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যেকোন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং নিজের যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে নেক কাজের উন্নতিতে ব্যয় করুন।

খেলোয়াড়দের সংশোধন মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেখানের ১০৩ টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে, সেখানে খেলোয়াড়দের সংশোধন ও শেখানোর জন্যেও একটি বিভাগ **"খেলোয়াড়দের সংশোধন মজলিশ"** নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খেলার সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মাঝে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তাকে প্রসার করা এবং তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মানসিকতা প্রদান করা, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেক খেলোয়াড় এবং তাদের পরিবারের মাঝে মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** এর মানষিকতা প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আল্লাহ্‌র দয়া হয় যেন তোমায় এই ধরাতে
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা শুনলাম যে, সম্মান ও ফযীলতের (মর্যাদার) মানদন্ড হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেজগারী, **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটও ফযীলতের মানদন্ড হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেজগারী।

- তাকওয়া অবলম্বনকারীকে কিয়ামতের দিন এবং জান্নাতে মহান নেয়ামত দান করা হবে।
- তাকওয়া অবলম্বনকারী সাধারণত সাদাসিধে এবং গোপন থাকে।

www.dawateislami.net

- তাকওয়া অবলম্বনের বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা**র আযাব থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
- তাকওয়া অবলম্বনকারী এরূপ মহান মর্যাদাবান যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রশংসা করেন।
- তাকওয়া অবলম্বনকারী শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকে।
- তাকওয়া অবলম্বনকারী **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্য পেয়ে থাকে।
- তাকওয়া অবলম্বনকারী হালাল রিযিক পেয়ে থাকে।
- তাকওয়া অবলম্বনকারীর আমলের সংশোধন হয়ে থাকে।
- তাকওয়া অবলম্বনকারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।
- তাকওয়া অবলম্বনকারী জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকে।
- তাকওয়া অবলম্বনকারী **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা**র বন্ধু হয়ে যায়।

ওয়াসেতা মেরে পীর ও মুর্শিদ কা মুঝ কো তু মুত্তকী বানা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাকওয়া কিভাবে অর্জিত হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও চাই যে, তাকওয়ার ন্যায় মহান নেয়ামত আমাদেরও অর্জিত হোক, তবে আমাদের উচিৎ যে, ❀ বুযুর্গানে দ্বীনদের তাকওয়া সম্পর্কীত ঘটনা অধ্যয়ন করা। ❀ কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত তাকওয়ার মহান ফযীলত সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা ❀ মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করাকে অভ্যাসে পরিনত করা ❀ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ❀ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা ❀ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা। **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** মুত্তাকী বান্দাদের ওসীলায় আমাদেরকে সকল মুসলমানের সাথে আদব ও সম্মান সূচক আচরণ করার মাদানী চিন্তা ধারা দান করুক।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করারপূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন সব মুবাল্লিগোঁ কে খোয়াবোঁ মে আব করম হো, আক্বা জু সুন্নাতোঁ কি খেদমত বাজা রাহে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থানে উপস্থিতির সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** এর ৩৭ পৃষ্ঠা হতে কবরস্থানে উপস্থিতির সুন্নাত ও আদব শিখি: ❖ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো কেননা তা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ, আর আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (ইবনে মাযাহ্, ২/২৫২, হাদীস নং- ১৫৭১) ❖ (ওলী-**আল্লাহ্**র মাজার শরীফ বা) কোন মুসলমানের কবর যিয়ারতের জন্য যেতে চাইলে মুস্তাহাব হচ্ছে, প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকাত নফল নামায পড়া, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে এ নামাযের সাওয়াব সাহিবে কবরকে পৌছিয়ে দেয়া। **আল্লাহ্ তাআলা** সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবে এবং এ (সাওয়াব প্রেরণকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশি সাওয়াব প্রদান করবেন। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩৫০) ❖ মাযার শরীফ বা কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় অনর্থক কথায় মশগুল না হওয়া। (প্রাগুক্ত) ❖ কবরস্থানের মধ্যে ঐ সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাবেন, যেখানে পূর্বে কখনও মুসলমানদের কবর ছিল না, যে রাস্তা নতুন তৈরী করেছে সেটার উপর দিয়ে যাবেন না। **"রদ্দুল মুহতার"** বর্ণিত রয়েছে: (কবরস্থানের মধ্যে কবর বিলীন করে) যে নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়েছে সেটার উপর চলাচল করা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১/৬১২) বরং

www.dawateislami.net

নতুন রাস্তায় কেবল ধারনার মাধ্যমে সেটার উপর চলাচল করা নাজায়িয ও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ৩/১৮৩) ❖ কিছু ওলীর মাযারে দেখা যায় যে, যিয়ারতকারীর সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবরকে ভেঙ্গে বিলীন করে সমতল করে দেওয়া হয়, এই রকম জায়গায় ঘুমানো, হাটা-চলা, দাঁড়ানো, তিলাওয়াতও যিকির করার জন্য বসা হারাম, দূর থেকেই ফাতিহা পড়ে নিন। ❖ কবর যিয়ারত মৃত ব্যক্তির চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে করা, আর কবরবাসীর পায়ের দিক থেকে যাবেন যেন তাঁর দৃষ্টির সামনে থাকেন, শিয়রের দিক থেকে আসবেন না, কারণ তাঁকে মাথা তুলে দেখতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৩২) ❖ কবরস্থানে এভাবে দাঁড়ান যেন কিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর চেহারার দিকে মুখমন্ডল হয়, এরপর বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَرِ অর্থাৎ হে কবরবাসী তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুক, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে এসেছ, আর আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩৫০) ❖ কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো যাবে না। কেননা এটা বে-আদবী ও মন্দ কাজ (এবং এতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়) হ্যাঁ! যদি (উপস্থিতদেরকে) সুগন্ধ (পৌছানোর) জন্য (জ্বালাতে চাই তবে) কবরের পাশে খালি জায়গা থাকলে সেখানে জ্বালাবে, কেননা সুগন্ধি পৌছানো উত্তম কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪৮২, ৫২৫) ❖ কবরের উপর প্রদিপ বা মোমবাতি প্রভৃতি রাখবেন না। কারণ এটা আগুন, আর কবরের উপর আগুন রাখলে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়, হ্যাঁ যদি রাতে পথচারীর জন্য বাতি জ্বালানো উদ্দেশ্য হয়, তবে কবরের এক পার্শ্বে খালি জায়গার উপর মোমবাতি বা প্রদিপ রাখতে পারেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net